ভূমিকা

‘‘ খোকা ঘুমাবে না, যদি
না পায় এ স্বাদ
পাড়া ঘুমাবে না, যদি
এটা পড়ে বাদ।’’ (আমার কথাটি, অন্নদাশঙ্কর)

লোকসাহিত্যের সূত্র মেনেই অন্নদাশঙ্করের ‘‘আমার কথাটি’’ নামক ছড়ার এই পংক্তি গুলি থেকে নির্দিধায় বলা যায় ছড়ার সুর-চিত্র-রস নিদ্রার একটি মধুর আবেশ শুধু শিশুকেই নয়, বড়োদেরকেও নিদ্রায় আবিষ্ট করে। এভাবেই শিশুর স্বপ্নের আঙিনায় লৌকিক ছড়ার বিচরণ। লৌকিক ছড়ার এই বিচরণ ধীরে ধীরে বা ক্রমশ সাহিত্যিক ছড়ায় প্রবেশ করে ব্যক্তি পরম্পরায় আধুনিক ভাবনায় ভাবিত হয়ে কীভাবে আধুনিক হয়ে উঠেছে — এই দিকটি আমার গবেষণা কর্মে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

এই গবেষণা কর্মটিকে সম্পন্ন করার জন্য এমন একজন আধুনিক ছড়াকারের ছড়াগুলি তুলে ধরা হয়েছে যাঁর ছড়া আমাদেরকে ঘুম পাড়ায় না, ঘুম ভাঙায় — সেই সুবিখ্যাত ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর রায়। অন্নদাশঙ্কর রায়ের পূর্বে আমরা আরো বিভিন্ন ছড়াকারদের পেয়েছি যাঁদের ছড়া লৌকিক ছড়ার মতন ছোটোদের ও বড়োদের কাছে অত্যন্ত ঐতিহ্যগত স্বাভাবিক প্রকাশে পরিপূর্ণ। ঐতিহ্য পরম্পরায় লোকজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে ঠিকই কিন্তু অন্নদাশঙ্করের ছড়ার তুলনায় এতটা জীবনরসে পরিপুষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। যে কারণেই আমার গবেষণাকর্মের প্রয়াস — ‘‘অন্নদাশঙ্করের ছড়া ঃ অবস্থান ও মূল্যায়ন।’’

সাহিত্যের যে ইমারত মানবতার ভিত্তির উপর নির্মিত হয়েছে, সেই মানবতার বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয়েছে অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়ায়। যেখানে বিবেক ভোঁতা হয়ে গেছে, যেখানে মানবতাবোধ শূণ্য হয়েছে, যেখানে মানবতা হয়েছে অসুস্থ, মানুষ হয়েছে বঞ্চিত, উপেক্ষিত - সেখানেই অন্নদাশঙ্কর ছড়ার মাধ্যমে দুঃখ-দুর্দশাকে ঘোচানোর দায়বদ্ধতা অনুভব করেছেন। ছড়ার মাধ্যমে তিনি সচেতন, ঐক্যবদ্ধ এক সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিশা দেখিয়েছেন। অমানবিক সমাজ তাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক প্রভৃতি দিকগুলিকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে অন্নদাশঙ্কর ব্যক্ত করেছেন ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে চাই সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন। এই প্রসঙ্গে তাঁর ছড়ার প্রায়োগিক প্রসঙ্গটিও গবেষণায় উপস্থাপিত হয়েছে।

ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর গণমানুষের বিশুদ্ধ বিনোদনের অভিব্যক্তি হিসেবেই শুধু মাত্র ছড়াকে তুলে ধরেননি, নির্মল হাস্যরস আস্বাদনের পাশাপাশি ছড়াগুলোর মাধ্যমে সমাজ বদলের ডাকও তিনি দিয়েছেন। এ কারণেই তাঁর ছড়ার ভাষা হয়ে উঠেছে লোকনন্দনতত্ত্বের এবং লোকপ্রকরণের খুব কাছাকাছি। যা আমার গবেষণাকর্মে দেখানোর প্রচেষ্টা রয়েছে।

উপস্থিত গবেষণাকর্মে অন্নদাশঙ্করের ছড়া সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়নে কী ধরণের ভূমিকা রয়েছে সেই দিকটিও আলোচিত হয়েছে। আসলে অন্নদাশঙ্করের ছড়াগুলি যে শুধুমাত্র লৌকিক ছড়ার মতন ছেলেভুলানো ছড়া বা ঐন্দ্রজালিক ছড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অথচ লৌকিক ছড়ার ঐতিহ্যকে বহন করে কীভাবে আধুনিক ভাবনায় ভাবিত হয়ে মানবিকতা, সামাজিক সচেতনতার সম্পৃক্ত বিষয়গুলি অবলীলায় প্রকাশ পেয়েছে তা তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই আমার এই গবেষণাকর্ম।

এই গবেষণা কর্মটিকে নানা মাত্রায় মূল্যায়ন করার জন্য নিম্নলিখত অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে ছড়ার দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নে এবং বহুবিধ প্রচার ও প্রয়োগে আমার এই পদক্ষেপ। নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলি হল —

প্রথম অধ্যায় ঃ ছড়ার সংজ্ঞা - উদ্ভব - বিকাশ - বৈশিষ্ট্য - সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ মুদ্রণ যুগের ছড়া ঃ কয়েকটি প্রবণতা

তৃতীয় অধ্যায় ঃ অন্নদাশঙ্করের ছড়া ঃ বিষয় -বৈচিত্র্য

চতুর্থ অধ্যায় ঃ অন্নদাশঙ্করের ছড়া ঃ আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য

পঞ্চম অধ্যায় ঃ উপসংহার